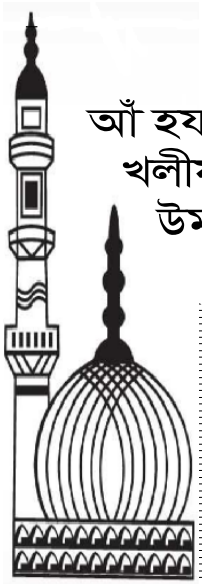

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

১১ জুন ২০২১ তারিখের খুৎবা জুম'আর সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

বিগত খুতবায় হযরত উমর (রা.)এর স্মৃতিচারণ পর্যায়ে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কেও আলোচনা চলছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে কুরায়েশদের মিত্র বনু বকর যখন মুসলমানদের মিত্র বনু খুযাআর ওপর আক্রমণ করে আর হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রতি তোয়াক্কা না করে কুরায়েশরা অস্ত্রশস্ত্র এবং বাহন দ্বারা বনু বকরকে সহযোগিতা করে, তখন আবু সুফিয়ান শঙ্কিত হয় ও মদিনায় আসে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির নবায়ন করার আগ্রহ ব্যক্ত করে। ডঃ আলী বিন সালাবী লিখেন, সেইসময় মহানবী (সা.)এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) তাকে পরামর্শ দেন, মহানবী (সা.)এর কাছ থেকে নিরাপত্তা চেয়ে নাও। এক পর্যায়ে, হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে টেনে নিয়ে মহানবী (সা.)এর সকাশে উপস্থিত হন। হযরত উমর (রা.)ও মহানবী (সা.)এর (তাঁবুতে) প্রবেশ করেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে এর (আবু সুফিয়ানের) শিরচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি একে আশ্রয় দিয়েছি। হযরত উমর (রা.) ও হযরত আব্বাস (রাঃ) দুজনের মধ্যে এ বিষয়ের উপর বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, হে আব্বাস! আবু সুফিয়ানকে নিজের সাথে করে নিয়ে যাও এবং আগামীকাল সকালে নিয়ে এসো।

৭ম হিজরীর শাবান মাসে মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)কে ত্রিশজন সৈন্যসহ **তোরবা** নামক অঞ্চলে হাওয়াযেন গোত্রের একটি শাখার প্রতি এক সারিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন। জীবন-চরিতের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, বড় পতাকার উল্লেখ সর্বপ্রথম খায়বারের যুদ্ধে পাওয়া যায়। এর পূর্বে শুধুমাত্র (ঝান্ডা) ছোট পতাকা ছিল। মহানবী (সা.)এর পতাকা ছিল কালো রঙের যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)এর চাদর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়া মহানবী (সা.) যখন খায়বারে আগমন করেন তখন তাঁর (সা.)এর মাথা ব্যাথা শুরু হয়-যে কারণে তিনি (সা.) বাহিরে আসতে পারেন নি। তখন তিনি (সা.) প্রথমে হযরত আবুবকর (রা.)কে সেই পতাকা দেন এরপর পরে ঐ একই পতাকা হযরত উমর (রা.)কে দেন। এবং পরের দিন মহানবী (সা.) সেই পতাকা হযরত আলী (রা.)এর হাতে তুলে দেন, যার হাতে আল্লাহ্‌তা'লা বিজয় দান করেন।

খায়বারে বিজয়ের পর মালে গণিমতের পঞ্চমাংশ মহানবী (সা.)এর জন্য নির্ধারিত ছিল যা তিনি (সা.) মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন এবং ইহুদিদের মধ্যে যারা যুদ্ধের পর দেশান্তরের শর্ত মেনে নিজেদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে ডেকে বলেন, যদি তোমরা এখানে থাকতে চাও তাহলে এ সম্পদ বণ্টনের শর্ত মেনে তোমাদের কাজ করতে হবে। আর আমি তোমাদেরকে

সেখানেই রাখব যেখানে আল্লাহ্ তোমাদেরকে রাখবেন। ইহুদিরা (উক্ত) প্রস্তাবে সম্মত হয় ও তারা সেখানে কাজ করতে থাকে। মহানবী (সা.)এর পর হযরত আবুবকর (রা.)ও ইহুদিদের সাথে তদ্রুপ ব্যবহার জারী রাখেন যেরূপ রসূলুল্লাহ্ (সা.) করতেন। হযরত উমর (রা.)ও তাঁর খিলাফতের প্রারম্ভে এই ধারাই বহাল রাখেন। অতঃপর ঘটনাক্রমে ইহুদীদের এক জঘণ্য অপরাধের পর হযরত উমর (রা.) এটি যাচাই ও তদন্ত করেন এবং যখন বিষয়টির সত্যতা প্রমাণ হয়, মহানবী (সা.)এর সেই বাণী যা তিনি মৃত্যুবরণের পূর্বে অন্তিম অসুস্থতার সময় বলেছিলেন যে, 'আরব উপদ্বীপে দু'টি ধর্ম একত্রে থাকবে না।' তার বাস্তবায়ণ করেন অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) খায়বারের ইহুদিদের মধ্যে যাদের কাছে মহানবী (সা.)এর কোন অঙ্গীকারনামা ছিল না তাদেরকে দেশান্তরিত করেন।

হুনায়েনের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময়, হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)এর কাছে এতেকাফে বসা সংক্রান্ত অজ্ঞতার যুগে কৃত তার এক মানতের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। মহানবী (সা.) সেই মানত পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, এই মানত অজ্ঞতার যুগে করা হলেও এটি পূর্ণ কর, ইসলামী শিক্ষার মধ্যে থেকে যা পূর্ণ করা সম্ভব হয়–এই শর্তসাপেক্ষে।

তাবুকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)এর পক্ষ থেকে যখন চাঁদার এক বিশেষ আহ্বান জানানো হয়, এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) তাঁর নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (রা.) বলেন, সে সময় আমার কাছে সম্পদ ছিল, আর আমি মনে মনে বললাম, আমি যদি কোন দিন হযরত আবুবকর (রা.) থেকে অগ্রগামী হতে পারি তবে তা আজই সম্ভব। তখন আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসলাম। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন–সেই যুগটি ইসলামের জন্য অনেক সংকটের যুগ ছিল, কিন্তু হযরত আবুবকর (রা.) তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)এর সমীপে উপস্থাপন করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা'ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, কিছু লোক এমন আছে যারা বয়আত করে ঠিকই এবং এই স্বীকারোক্তিও দেয় যে, আমরা ধর্মকে জগতের উপর প্রাধান্য দিব, কিন্তু সাহায্য সহযোগিতার যখন প্রয়োজন হয় তখন তারা নিজেদের পকেট খুব শক্ত করে চেপে ধরে রাখে। সুতরাং জগতের প্রতি এতো ভালোবাসা থাকলে কি কেউ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে?

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন মহানবী (সা.) বলেন, লিখার সামগ্রী নিয়ে আসো! আমি তোমাদেরকে একটি ওসিয়্যত লিখিয়ে দেই যার ফলে তোমরা পরবর্তীতে বিভ্রান্তিতে পড়বে না। হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলিউল্লাহ্ শাহ সাহেব লিখেন যে, হযরত উমর (রা.) কখনো ভাবতেও পারতেন না যে, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করবেন। একারণে তিনি (রাঃ) সাধারণদের বলেন যে, আমাদের নিকট আল্লাহ্র কিতাব রয়েছে। সুতরাং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)কে কষ্ট দেয়ার চাইতে সেটাই যথেষ্ট। তারপরে উপস্থিত জনগণের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন বাদানুবাদে লিপ্ত হন তখন তিনি (সা.) তাদেরকে চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করে বলেন, আমার কাছে বসে শোরগোল করো না। এ থেকে বুঝা যায়, এমন ব্যাকুলতার মাঝেও মহানবী (সা.) আল্লাহ্র কিতাবের মর্যাদার প্রতি এতটাই যত্নবান ছিলেন যে, হযরত উমর (রা.)এর একথা শোনার পর তিনি (সা.) কিছুদিন জীবিত ছিলেন এবং সে দিনগুলোতে অন্য কিছু ওসিয়্যতও করেছিলেন কিন্তু একথার পুনরাবৃত্তি করেন নি অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বলেন নি।

মহানবী (সাঃ) এর সংবাদ শুনে হযরত উমর (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, আল্লাহ্র কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যুবরণ করেন নি। যে ব্যক্তি বলবে যে তিনি মারা গেছেন, আমি তার শিরচ্ছেদ করব। হযরত উমর (রা.)এটি মানার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না যে, মহানবী (সা.)এর মৃত্যু হয়েছে। হযরত আবুবকর (রা.) সেসময় **সুনা** নামক শহরতলীর একস্থানে অবস্থান করছিলেন। **সুনা** মদিনা হতে দুই মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) আসেন, তিনি (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)এর পবিত্র চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে চুমু খান, এরপর বলেন, সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্তা'লা আপনাকে কখনোই দু'টি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করাবেন না। একথা বলেই হযরত আবুবকর (রা.) মানুষের মাঝে যান এবং বলেন, শোন! যারা মুহাম্মদ (সা.)এর উপাসনা করতে তারা শুনে নাও, মুহাম্মদ (সা.) অবশ্যই

মৃত্যুবরণ করেছেন আর যারা আল্লাহ্‌র উপাসনা করতে তারা শুনে নাও, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তিনি কখনোই মৃত্যুবরণ করবেন না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) সূরা আল ইমরানের ১৪৫ নং আয়াত পাঠ করেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

মুহাম্মদ কেবল আল্লাহ্‌র একজন রসূল মাত্র আর তাঁর পূর্বের সকল রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালিতে ফিরে যাবে। আর যে-ই তার গোড়ালিতে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতিই করতে পারবে না; আর অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতিদান দিবেন।

এ আয়াতটি শোনার পর লোকেরা শান্ত হয়ে যায় এবং কান্না করতে থাকে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যখনই আমি আবু বকর (রা.)কে এ আয়াতটি পাঠ করতে শুনেছি তখনই আমি এতটাই ত্রস্ত হয়ে যাই যে, ভীতির কারণে আমার দাঁড়ানোর শক্তি পর্যন্ত লোপ পায় আর আমি মাটিতে পড়ে যাই। হযরত আবুবকর (রা.)কে এ আয়াত পড়তে শুনে আমি বুঝতে পারি যে, মহানবী (স.) মৃত্যুবরণ করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন যে, রাবিগণ বলেন-লোকেরা এ আয়াত সম্বন্ধে জানতেন না যে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, এ আয়াত আমি হযরত আবুবকর (রাঃ)এর কাছ থেকে প্রথম শুনি।

এখন চিন্তা করে দেখার বিষয়, এটি যদি হযরত আবু বকর (রা.)এর কুরআন থেকে এ মর্মে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন গণ্য না হয় যে, সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন আর একইভাবে এ প্রমাণ যদি সঠিক, সুস্পষ্ট ও অকাট্য না হতো, তাহলে উনার উক্তি অনুসারে লক্ষাধিক সাহাবী; অর্থাৎ হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে যুক্তিপ্রদান করেন আর সম্বোধিত ব্যক্তিকে বলেন, আপনার উক্তি অনুসারে লক্ষাধিক সাহাবী কীভাবে কাল্পনিক ও সন্দেহপূর্ণ কোন বিষয়কে মেনে নেন এবং কেন তারা এই যুক্তি উপস্থাপন করেন নি যে, হে মহোদয়! আপনার এই দলিল অসম্পূর্ণ আর আপনার সপক্ষে কুরআন ও হাদীসের কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। আপনি কি এখনও জানেন না যে, কুরআনের আয়াত رَافِعُكَ إِلَيَّ হযরত মসীহ্‌র সশরীরে আকাশে যাওয়ার কথা বলে? এই আয়াত কি আপনি শুনেন নি? তাহলে মহানবী (সা.)এর আকাশে যাওয়া আপনার দৃষ্টিতে অসম্ভব কেন? বরং কুরআনের মর্ম সম্পর্কে অবগত সাহাবীরা بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ আয়াতটি শুনে এবং **"খালাত"** শব্দের অর্থ اَفَاْئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে পেয়ে এটা মেনে নেন যে সত্যিই মহম্মদ (সাঃ) মারা গেছেন। অতঃপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন ও দুঃখভারাক্রান্ত হন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আরেক স্থানে বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আবুবকর (রা.)কে সহস্র সহস্র উত্তম প্রতিদান দিন, কেননা শীঘ্রই তিনি সেই ফিতনা-র নিরসন করেছেন এবং পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, বিগত সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন। এখানে যদি **"খালাত"** শব্দের এ অর্থ করা হয় যে, কোন কোন নবী জীবিত অবস্থায় আকাশে গিয়ে বসে আছেন তাহলে তো এ ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.) সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সাব্যস্ত হন এবং এ আয়াত তার বিরোধী নয়, বরং সমর্থক প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ আয়াতের পরবর্তী বাক্য, যা ব্যাখ্যাস্বরূপ অর্থাৎ যার প্রতি হযরত আবুবকর (রা.)এর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে, তা বলছে যে, সকল নবী অতীত হয়ে গেছেন। **"খালাত"** শব্দটি দু'টি অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; হয় 'হাতফে আনফ'-এর মাধ্যমে মৃত্যু, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ, অথবা নিহত হওয়া। তখন ভিন্নমত পোষণকারীরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে এবং সকল সাহাবী এই বিষয়ে একমত হন যে, অতীতের নবীগণ সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

হযরত আবুবকর (রা.)এর খিলাফতলাভের সময় আনসাররা বনী সায়েদা'র বাড়িতে হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)এর কাছে সমবেত হয় আর বলছিল যে, একজন আমীর আমাদের মধ্য হতে আরেকজন তোমাদের মধ্য হতে হোক। হযরত আবুবকর (রা.), হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) তাদের কাছে যান। হযরত আবু বকর (রা.) নিজ বক্তব্য রাখেন আর এমন বক্তৃতা করেন যা বাগ্মিতার নিরিখে সবার বক্তৃতার শীর্ষে ছিল। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আমরা আমীর আর তোমরা সাহায্যকারী, আনসারদের তিনি একথা বলেন। কেননা এই কুরায়েশরা বংশের দিক থেকে সমগ্র আরবের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত আর খান্দানের নিরিখে সবচেয়ে প্রাচীন আরব, তাই উমর অথবা আবু উবায়দা'র হাতে বয়আত কর। হযরত উমর (রা.) আবুবকর (রা.)কে বলেন, না; বরং আমরা তো আপনার হাতে বয়আত করব, কেননা আপনি আমাদের নেতা এবং আমাদের মাঝে সর্বোত্তম আর মহানবী (সা.)এর কাছে

আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়। একথা বলে, হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)এর হাত ধরেন এবং তাঁর কাছে বয়আত করেন আর অন্যরাও তাঁর হাতে বয়আত করেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ)এর খেলাফতকালে মুরতাদরা বিরোধীতা শুরু করে দেয়, হযরত উমর (রাঃ) তাদের হত্যার সপক্ষে ছিলেন না। কিন্তু শেষে তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)এর সিদ্ধান্তের আগে নতশির হন। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, যখন আমি এটা বুঝলাম যে আল্লাহ্তায়ালা হযরত আবুবকর (রাঃ)কে হিম্মত জুগিয়েছেন মুরতাদদের শায়েস্তা করার জন্য, তখন আমি বুঝলাম যে, এটাই সঠিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত।

ইয়ামামার যুদ্ধে যখন সত্তর জন্য হাফিজে কুরআন শহীদ হন, সেসময় হযরত উমর (রাঃ) কুরআন করীম সংরক্ষণ এর ব্যাপারে হযরত আবুবকর (রাঃ)কে পরামর্শ দেন।

খুৎবা জুম্মা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত উমর (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ চলছে। যা ইনশাল্লাহ্ আগামীতেও চলবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

11 JUNE 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.